দৈনিক
ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ক্ষার মান বৃদ্ধি না করিয়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র ভর্তির প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া
ই অভিমত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের। আসন সংকটের কারণে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা লা
ন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইতেছে। বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত
নত: দুইটি কারণে। এক. দেশের বেশীরভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক সম
বি মিটাইতে অক্ষম ছিল। (দুই) দেশে গত তিন দশকে জনবিস্ফোরণ ঘটিয়াছে, ছাত্র-ছাত্রীর স
ড়িয়াছে কয়েকগুণ, অথচ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। দেশে
ত্তবতার প্রেক্ষিতেই গত কয়েক বছর আগে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা ঘটে। গত ক
হুরে দেখিতে দেখিতে অর্ধ শতাধিকেরও বেশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে রাজ
কাসহ আরও কয়েকটি স্থানে। আশা করা হইয়াছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের উ
ক্ষার প্রচলন হইবে। বাস্তবে দেখা গেলো সুস্পষ্ট নীতিমালা ছাড়াই অসংখ্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্য
বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ও এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়িয়া উঠিয়াছে। কিছু
তিষ্ঠান মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদনও সংগ্রহ করে নাই। ট্রেড লাইসেন্স যোগাড় করিয়াই
লানো হইতেছে। দেখা যাইতেছে উচ্চশিক্ষার নামে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চলিতেছে শিক্ষা বাণি
র্তমান বিশ্বে শিক্ষা বাণিজ্যতৎপরতারও অংশ বটে। ইহা অবাঞ্ছিত নহে। তবে শিক্ষা যদি কেবল
ণিজ্য-সর্বস্বতায় পরিণত হয়, যেমনটা হইয়াছে আমাদের দেশের প্রাইভেট ইউনিভারসিটি, বে
ল এবং কিন্ডার গার্টেনের ক্ষেত্রে, তবে তাহা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দুঃখজনক বৈকি।

বাস্তব কারণেই দেশের সচেতন নাগরিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অ
রিতেছিল। যেখানে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞাননির্ভর উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে সেখানে সেশনজ
শৃঙ্খলা থাকিবে না, সর্বোপরি যেখানে শিক্ষা হইবে সময়োপযোগী ও বিশ্বমানের। দুঃখের স
কার করিতে হয়, মাত্র কয়েকটি ছাড়া বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই বাঞ্ছিত শিক্ষা ব্যব
রিবেশ গড়িয়া ওঠে নাই। মানসম্পন্ন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে নিজস্ব ভবন, নিজস্ব শিক্ষকম
জস্ব লাইব্রেরীসহ বহুকিছু প্রয়োজন। উন্নত শিক্ষার জন্য শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও আধু
পকরণাদিও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সে সম
দাসীন ও নির্লিপ্ত। বলা বাহুল্য দুই-তিনটি ছাড়া প্রায় সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই এইসব ত
রণ করা হয় নাই। কিছু থাকুক না থাকুক নানা জায়গায় গড়িয়া উঠিয়াছে সাইনবোর্ডসর্বস্ব প্রাই
শ্ববিদ্যালয়। এখানে উচ্চশিক্ষার নামে যে শুধুই বাণিজ্য চলিতেছে এই অভিযোগও অস্বীকার ক
পায় নাই। এবার আসন সংকটের কারণে এই শিক্ষা বাণিজ্যের সুযোগ আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯২ সালে। ঐ বছরই 'বেসরকারি বিশ্ববিদ
াইন ১৯৯২' নামে একটি আইন প্রণীত হয়। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন সময়ের প্রয়োজনে স
রিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দরকার। এজন্য নতুন নীতিমালা প্র
ইয়াছে বলিয়াও জানা যায়। এই নীতিমালার আলোকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবনতির ভ
রিস্থিতির অবসান ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবেশ গড়িয়া তোলা আবশ্যক। অন
চশিক্ষা প্রত্যাশী শিক্ষার্থীরা এই শিক্ষা বাণিজ্যের ফাঁদে পড়িয়া কেবল প্রতারিত ও বঞ্চিতই হ
কৃত শিক্ষা অর্জনের কিছুই হইবে না।